দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 JAN 1987

পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6

বাজারে বাজে নোট বই'র ছড়াছড়িঃ প্রকাশনীতি পুনর্বিবেচনা দরকার

।। দিলীপ দেবনাথ ।।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই নিষিদ্ধ হলেও বাজারে এগুলোর ছড়াছড়ি। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বেনামে এসব নোটবই বাজারে ছাড়ছে। টেক্সট বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো বিক্রিও হচ্ছে প্রচুর।

গত বুধবার পুলিশ বাংলাবাজারের বই এলাকা থেকে প্রচুর নোটবই উদ্ধার করেছে। কয়েকজনকে গেরেফতারও করেছে। এর আগেও পুলিশ বাংলাবাজার এলাকায় কয়েকবার হানা দিয়ে নোটবই উদ্ধার করেছে।

ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক ও প্রকাশক মহলে নোটবই প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে সম্প্রতি আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত জিয়া সরকারের আমলে কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময়ে নোট বই প্রকাশ (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল।

নোটবই প্রকাশের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মহল যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি দিচ্ছে। নোটবই প্রকাশের পক্ষে মহলটির যুক্তি হচ্ছে, স্কুলে লেখাপড়ার যে মান তাতে ছাত্রদের নোটবইয়ের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। তারা এ প্রসঙ্গে সব ছাত্রের টিউটর রাখার সমস্যা, বইয়ের মান, শিক্ষকদের উদাসীনতা ও সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করেছেন। তারা দাবী করছেন, ভালো নোটবই ছাত্রদের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী। এতে পাঠ নিতে সহযোগিতা পাওয়া যায়। তাদের আরো যুক্তি, অতীতে ভালো নোটবই ছিল

৬—এর পৃঃ দ্রঃ

পুনর্বিবেচনা দরকার

(প্রথম পৃঃ পর)

তাতে ছাত্রদের ক্ষতি হয়নি। কাজেই এখন থাকলে অসুবিধা কি? তারা নোটবই প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আদেশ অন্ততঃ ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্যে শিথিলকরণের দাবী জানিয়েছেন।

অন্যদিকে যারা নোটবই প্রকাশের বিপক্ষে তাদের যুক্তি, নোট বই ছাত্রদের নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ ক্ষুণ্ণ করে, তারা পরনির্ভরশীল ও শেখানো বুলিতে অভ্যস্ত হয়। পাঠ শেখার জন্যে নিজেরা উদ্যোগী হয় না—কাজেই পরীক্ষায় ভালো ফলও করে না। তাদের আরো যুক্তি, বর্তমান টেক্সট বইগুলোর পাঠ্যক্রম এমন যে তাতে শিক্ষকের সহযোগিতাই প্রধান—নোটবইয়ের নয়।

এ ব্যাপারে কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ হলে তারা জানান, সরকারী ও বেসরকারী মুষ্টিমেয় কিছু স্কুল ছাড়া দেশের অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষকদের পড়ানোর মান এমন যে তাতে ছাত্ররা স্কুলে শিক্ষার তেমন কোন সুযোগই পায় না। তাদের অভিযোগ, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনীর প্রবণতা এ অবস্থার জন্যে অধিকাংশ দায়ী।

তারা বলেন, এ অবস্থায় ছাত্রদের পরীক্ষা পাস করতে হলে প্রাইভেট টিউটর ছাড়া গতি নেই। ফলে বাধ্য হয়েই সঙ্গতি না থাকলেও টিউটর রাখতে হয়। এতেও চলে না। কিনতে হয় বিভিন্ন বিষয়ের নোট বই।

তারা আরো বলেছেন, বাধ্য হয়েই তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আজেবাজে নোটবই কিনে দিতে হয়। তারা মনে করেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত না হলে ভালো নোটবই বাজারে পাওয়া যেতো এবং এতে ছাত্ররা উপকৃত হতো। সেজন্যে তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই প্রকাশে বাধা থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন।

অন্যদিকে, বেশকিছু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হলে তারা জানিয়েছে স্কুলের ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্যের জন্যে শিক্ষকরা সব ছাত্রের পাঠমান বা পাঠ গ্রহণশীলতা সম্পর্কে কোন খোঁজ নিতে পারেন না। তাছাড়া শিক্ষকগণ সমাধান বা উত্তর কিভাবে হবে তা সব সময় বলে দেন না বলেও ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ রয়েছে।

তারা আরো বলেছে, শিক্ষকগণ বাসা থেকে পড়া শিখে আসতে বলেই খালাস হন। কাজেই তাদের গোটা বইয়ের সাহায্য নেয়া ছাড়া গতি থাকে না। তারা মনে করে, ভালো নোট বই থাকলে ছাত্ররা নিজেরাই অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। টিউটরের দরকার হয় না।

নোটবই প্রসঙ্গে কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হলে তারা বলেছেন যে ছাত্ররা ক্লাশে মনোযোগী হলে নোটবই ছাড়াও পাঠ্যক্রম চলতে পারে। তারা বলেছেন, নোটবই না থাকলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা উত্তর লেখার চেষ্টা করে এবং টেক্সট বই ভালোভাবে পড়ে। এতে তাদের উপকার হয়।

তবে তারাও একথাও স্বীকার করেছেন যে সব শিক্ষক পাঠদানে সমান পারদর্শী বা মনোযোগী নয় বলে ছাত্রদের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভালো নোটবই তাদের সহায়তা করতে পারে। নোটবই থাকা উচিত কি অনুচিত এ প্রশ্নের জবাব তারা এড়িয়ে গেছেন।

কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে আলাপ হলে তারা জানান, প্রকাশনা নিষিদ্ধ বলে নামী কোন প্রতিষ্ঠান নোট ছাপে না। ভুঁইফোড় কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বেনামীতে আজেবাজে নোট ছাপে। এসব নোট অধিকাংশই ঢাকার বাইরে ছাপা হয়। বগুড়া, যশোর ও চৌমুহনীতে এগুলো বেশি ছাপা হয় বলেও তারা জানান।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা না থাকলে নামী প্রকাশকরা মাধ্যমিক, উচ্চ মধ্যমিক পর্যায়ের মতো নীচের ক্লাশেও ভালো নোট বই প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিক্রির জন্যে ছাপাতেন বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন মহল বলেছেন, নোটবই নিষিদ্ধ হলেও বাস্তব সত্য এই যে নোটবই বাজারে আছে এবং চলছে। এটা ওপেন সিক্রেট। মাঝে মাঝে শুধু নিয়ম রক্ষার তাগিদে নোটবই উদ্ধার হয়। তারপর সব শেষ।

তারা আরো বলেন, ছাত্ররা নোট বইয়ের ওপর নির্ভরশীল এটাও বাস্তব সত্যি।

তারা মনে করেন নোটবই নিষিদ্ধকরণ নয়, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর বরং ভালো নোটবই যাতে বাজারে পাওয়া যায় সেরকম নীতিই প্রণীত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে তারা নোটবই সম্পর্কে বর্তমান নীতি শিথিল অথবা পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন।